হাসানাঈনে করীমাঈনের মর্যাদা ও মহত্ব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

হাসানাঈনে করীমাঈনের শান ও মর্যাদা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে আরয করল যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন: হে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি এ কথার উপর সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার উপর একবার সালাম প্রেরণ করবে, আর আমি তার উপর দশবার সালাম প্রেরণ তথা শান্তি বর্ষণ করব?" (নাসায়ী, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৯২)

রব্বে আ'লা কি নেয়ামত পে আ'লা দরূদ,
হক্ব তাআলা কি মিন্নত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ)

পংক্তির ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আপনার পবিত্র ঠোঁটদ্বয় দ্বারা এ কথার স্বীকাররোক্তি পাওয়া যায় যে, হ্যাঁ! আপনি আমার সুপারিশ করবেন, তবে আমার গুনাহের আধিক্য আমাকে অস্থির করতে পারবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! মুহাররামুল হারামের বরকতময় মাস আমাদের মাঝে চলমান। এই মোবারক মাসকে আহলে বাইতে আতহার ও ইমামে আলী মাকাম, ইমামে তিষ্ঞাকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও ইমামে হোসাইন কারীমাঈন, সায়্যিদাঈন, শহীদাঈন কামারাঈন, মুনিরাঈন, তাইয়্যিবাইন, তাহিরাঈনদের (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین) সাথে একটি বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। আসুন! এই বিষয়ে হাসানাঈনে করীমাঈনের শান ও মহত্ব সম্পর্কে শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই দু'জনকে খুবই মুহাব্বত করতেন এবং তাঁদের সামন্যতম কষ্টে পতিত হওয়া দেখতে পছন্দ করতেন না।

হাসানাঈনে করীমাঈন এবং ভয়ঙ্কর অজগর!

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হযরত সায়্যিদুনা উম্মে আইমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে আসলেন এবং আবেদন করলেন: হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا হারিয়ে গেছেন। সেই সময় বেলা খুবই অতিবাহিত হয়েছিলো। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের (عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان) বললেন: চলুন আমার সন্তানদের তালাশ করুন, সকলে আলাদা আলাদা রাস্তায় গেলেন আর আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথেই চললাম। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চলতে থাকলেন, এমনকি আমরা একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলাম। (দেখলাম) হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এক অপরকে জড়িয়ে ধরে আছেন এবং একটি অজগর তাঁদের পাশে লেজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মুখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্রুত অগ্রসর হলে ঐ অজগরটি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখে জড়সড় হয়ে পাথরের মধ্যে লুকিয়ে গেলো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাসানঈনে করীমাঈনের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا পাশে গেলেন এবং দু'জনকে পৃথক করলেন। তাঁদের চেহারা পরিস্কার করলেন এবং ইরশাদ করলেন: "আমার মা-বাবা তোমাদের উপর কুরবান! তোমরা **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে কতইনা সম্মানিত।"

(মু'জামুল কবির, বাবুল হা, হাসান বিন আলী ইবনে আবি তালিব, ৩/৬৫, হাদীস- ২৬৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا কে এতই ভালবাসতেন যে, উভয় শাহ্জাদার কোন কষ্টে পতিত হওয়াকে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দ করতেন না। এজন্য যখন তাঁকে বলা হলো যে, হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا হারিয়ে গেছে, তখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অস্থির হয়ে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে তাঁদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। এ ছাড়াও আরো অনেক হাদীস শরীফেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ উভয় শাহ্জাদার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ বহন করে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করা হলো: আহলে বাইতদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: হাসান ও হোসাইন। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে ইরশাদ করতেন: আমার সন্তানদের আমার কাছে ডাকো, অতঃপর তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন এবং নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতেন।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলুল্লাহ্, বাবু মানাকিব হাসান ওয়াল হোসাইন, ৫ম খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৯৭)

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: ভালবাসার অনেক প্রকারবেদ রয়েছে: সন্তানদের ভালবাসা এক রকম, স্ত্রীর সাথে ভালবাসা এক রকম, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালবাসা এক ধরণের। সন্তানদের মধ্যে প্রিয় হলেন হযরত হাসান ও হোসাইন, পবিত্র বিবিগণের মধ্যে হযরত (সায়্যিদতুনা) আয়েশা সিদ্দিকা, প্রিয়দের মধ্যে প্রিয় **আল্লাহ্** রাব্বুল আলামীন, বন্ধুদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অত্যধিক প্রিয় ছিলো।

আরো বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের কেনইবা শুঁকবেন (ঘ্রাণ নিবেন) না, তাঁরা দু'জনতো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুল ছিলো, ফুলকেতো ঘ্রাণই নেয়া হয়। তাঁদেরকে বুকের মধ্যে লাগানো ও জড়িয়ে ধরা অত্যধিক ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

এ থেকে জানা গেলো যে, ছোট শিশুদের ঘ্রাণ নেয়া, তাদের আদর করা, তাঁদের জড়িয়ে ধরা, বুকে লাগানো, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৮/৪১৮)

কিয়া বাত ওয়া উচ চমনিস্তানে করম কি,
যাহরা হে গুলে জিসমে হাসান আউর হোসাইন ফুল। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! আমরাও তাঁদের ভালবাসা নিজের অন্তরে আরো সুদৃঢ় করা এবং তাঁদের আচার-আচরণের উপর আমল করার নিয়্যতে তাঁদের মহত্বের আলোচনা শুনি:

নাম, কুনিয়্যাত ও উপাধী

হাসানাঈনে করীমাঈনদের মধ্যে বড় হলো হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ। তাঁর কুনিয়্যাত বা উপনাম হলো "আবু মুহাম্মদ" এবং উপাধী "তাক্বা" ও "সায়্যিদ"। প্রকাশ "রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্র। তাঁকে "রাইহানাতুর রাসূল"ও বলা হয়। তিনি জান্নাতের যুবকদের সর্দার। তাঁর জন্ম তৃতীয় হিজরী **১৫ই** রমজানুল মোবারক রাতে মদীনায়ে তায়্যিবায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا হয়। **হুযুর সায়্যিদী আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সপ্তম দিবসে তাঁর আক্বিক্বা করেন এবং মাথার চুল কর্তন করেন। আর নির্দেশ দিলেন যে, চুলের ওজনের সম পরিমাণ রূপা সদকা করা হোক।
(তারিখে খোলাফা, বাবু হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব, ১৪৯ পৃষ্ঠা। রওজাতুশ শুহাদা সপ্তম পরিচ্ছেদ, ১ম খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)
তাঁর নাম রেখেছিলেন ইমামুল আম্বিয়া, সায়্যিদুল আছখিয়া صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। বিস্তারিত ঘটনা অনেকটা এ রকম, হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা উমাইস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا দরবারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর জন্মের সুসংবাদ পৌঁছিয়ে ছিলেন। তখন **হুযুর** পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত হলেন এবং ইরশাদ করলেন: "আসমা আমার বংশধরকে নিয়ে আসো। হযরত আসমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا (ইমামে হাসানকে) একটি কাপড়ে জড়িয়ে **হুযুর** সায়্যিদী আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন।

তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান কানে আযান এবং বাম কানে তাকবির দিলেন। আর হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এ প্রিয় পুত্র সন্তানের কি নাম রেখেছ? বিনিত ভাবে আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কেমন সাহস যে, আযান এবং অনুমতি ছাড়া নাম রেখে দেবো। কিন্তু এবার নিজেই আরয করলেন: তবে আমি ভেবেছিলাম যে, "হারাব" নাম রাখবো। বাকী **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্জি। তখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম "হাসান" রাখলেন। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৯২ পৃষ্ঠা)

ওহ হাসান মুজতবা সায়্যিদুল আসখিয়া,
রাকিবে দোশে ইজ্জত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ)

পংক্তির ব্যাখ্যা: হে ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যিনি দানবীদের সর্দার। যিনি নিজ নানা জান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক কাঁধে আরোহন করে ঘুরে বেড়াতেন। সেই পবিত্র সত্তার উপর লাখো সালাম।

তাঁর ছোট ভাই সায়্যিদুশ শুহাদা, রাকিবে দোশে মুস্তফা, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জন্ম মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا চতুর্থ হিজরীর ৫ শাবানুল মুয়াজ্জমে হয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম "হোসাইন" ও "শাব্বির" রেখেছিলেন এবং তাঁর উপনাম "আবু আব্দুল্লাহ্", উপাধি "সিবতে রাসূল্লাহ্" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্র এবং "রাইহানাতুর রাসূল" অর্থাৎ রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুল এবং তাঁর বড় ভাইয়ের মতো তিনিও জান্নাতি যুবকদের সর্দার। (আসাদুল গালিব, বাবুল হা, ওয়াল হোসাইন, ১১৭৩। নাল হোসাইন ইবনে আলী, ২৫,২৬ পৃষ্ঠা। সিররে আলীয়ুল নিবলা, ২৭০, আল হোসাইলুল শাহীদ, ৪র্থ খন্ড, ৪০২,৪০৪ পৃষ্ঠা)

নাম কেমন হওয়া চাই?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাত্র আমরা শুনলাম যে, **হুযুর** নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ প্রিয় দৌহিত্রদের নাম তিনি স্বয়ং রেখেছিলেন। আসুন! এই ধারাবাহিকতায় নাম রাখার কিছু আদব শ্রবন করি।

উত্তম নাম রাখা সন্তানদের একটি অধিকার এবং মা-বাবার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সর্বপ্রথম এবং মূল উপহার যা সে জীবনভর আঁকড়ে ধরে রাখবে। এমনকি হাশরের ময়দানেও এই নামে মালিক করে নামের দিকে তাকে ডাকা হবে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর** পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজের এবং নিজ পূর্ব পুরুষদের নামে ডাকা হবে, তাই নিজের উত্তম নাম রাখো।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি তাকইয়াবিল ইসমা, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক দ্বারা ঐ লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা নিজের সন্তানের নাম কোন শিল্পি, অভিনেতা বা مَعَاذَ اللّٰہ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কাফিরদের নামও রেখে দেয়। এর চেয়ে লাঞ্ছনা ও অপমান আর কি হতে পারে যে, মুসলমানদের সন্তানকে কিয়ামতের দিন কাফিরের নামে ডাকা হবে। وَالْعِیَاذُ بِاللّٰہ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের হিফাযত করুক) আমাদের সমাজে সন্তানের নাম রাখার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় কোন নিকটাত্মীয় যেমন- দাদী, ফুফি, চাচা ইত্যাদিকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে সন্তানের এমন নাম রেখে দেয়, যার কোন অর্থই হয় না বা ভাল অর্থই থাকে না অথবা শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়। এরূপ নাম রাখা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অনেক সময় এমন নাম খুঁজতে থাকে যে, যা বংশের মধ্যে, পাড়া প্রতিবেশিদের এমনকি দুর দুর পর্যন্ত করো যেন (নাম) না হয়। যখন কেউ শুনবে যেন বলেউঠে এই নাম তো কখনো শুনিনি; প্রথমবার শুনছি! এমন চমৎকার নাম! এই কথাগুলো শুনে যিনি নাম রেখেছেন ফুলে দোলে উঠেন। কিন্তু এ সকল লোকদের এক মুহূর্তের জন্য ভাবা দরকার যে, এই খুশি "হুব্বে জাহ্" (অর্থাৎ প্রশংসা পাওয়ার লোভ) রোগের লক্ষণ তো নয়। সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام এর পবিত্র নাম সমূহ, সাহাবীয়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আউলিয়ায়ে কামেলীনদের رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن নামগুলো রাখা উচিৎ। এর দ্বারা একটি উপকার এও হবে যে, সন্তানদের সাথে সেই বুযুর্গানে দ্বীনদের একটি রূহানী সম্পর্ক তৈরী হবে।

অপর দিকে এই নেককার ব্যক্তিদের নামের বরকতে তার জীবনে মাদানী প্রভাবও বিরাজ করবে। নাম সম্পর্কে আরো মজাদার এবং অভাবনীয় বিষয় জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "নাম রাখনে কি আহকাম" অধ্যায়ন করুন। এই কিতাবে সন্তাদের নাম রাখার জন্য অসংখ্য নামের লিস্ট দেওয়া আছে। এছাড়াও সন্তানের নাম রাখার বিষয়ে অসংখ্য মাদানী ফুল বিভিন্ন জায়গায় সুবাস ছড়াচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসের আলোকে হাসান ও হোসাইনের ফযিলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময় তাঁদের শান ও মহত্বের এমন এমন বর্ণনা করেছেন, যা শুনলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনাদের অন্তরে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আরো বাড়বে। আসুন! এদের শান ও মহত্ব সম্পর্কে কিছু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবন করি:

"مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ অর্থাৎ যে এই দু'জনকেই ভালবাসলো, মূলত সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে এই দু'জনের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, মূলত সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো।" (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস সুন্নাহ্, বাবু ফি ফাযায়ীলে আসহাবে রাসূলুল্লাহ্, ১/৯৬, হাদীস- ১৪৩)

"هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) দুনিয়ায় আমার দু'টি ফুল।" (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়ীলে আসহাবে নবী, বাব মানাকিবে হাসান ওয়া হোসাইন, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৫৩)

আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, ইমামে আহলে সুন্নাত, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রিসালতের দরবারে আবেদন করেছেন:

উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,
কিজিয়ে ওয়া কো হাশর মে খান্দা মিছালে গুল। (হাদায়িকে বখশিশ)

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ" অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا জান্নাতি যুবকদের সর্দার।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৯৩)

ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কে ভালবাসা ওয়াজিব:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বর্ণনা করেন: যখন এই আয়াতে মোবারকা নাজিল হয়:

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু নিকটাত্মীয়তার ভালবাসা।

তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আবেদন করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার ঐ নিকটাত্মীয়রা কারা, যাদেরকে ভালবাসা আমাদের জন্য ওয়াজিব? **হুযুর** পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আলীউল মুরতাদ্বা, ফাতেমাতুয যাহারা এবং তাঁদের দুই ছেলে (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ)।" (মু'জামুর কবির, বাবুল হা, হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব, ৩/৪৭, হাদীস- ২৬৪১)

বুলালো হাম গারীবোঁ কো বুলালো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
পায়ে শাব্বির ও শাব্বার ফাতেমা হায়দার মদীনে মে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, আহলে বাইতের ভালবাসা ওয়াজিব এবং প্রয়োজন। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে নিজের জান ও মাল, মান-সম্মান, মা-বাবা এবং সন্তান-সন্ততির চেয়ে আহলে বাইতে কিরামগণ অধিক প্রিয় হওয়া উচিৎ। এই পবিত্র সত্ত্বাদের ভালবাসা মূলত সায়্যিদী আলম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা কামিল ঈমানের নিদর্শন। যেমন-

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ" অর্থাৎ কোন বান্দা পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসবে না।

وَذَاتِیْ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ ذَاتِہٖ এবং আমি তার নিজ সত্ত্বার চেয়ে বেশি প্রিয় হবো না। وَتَکُوْنَ عِتْرَتِیْ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ عِتْرَتِہٖ এবং আমার সন্তান তার নিজের সন্তান থেকে বেশি প্রিয় হবে না। وَاَھْلِیْ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ اَھْلِہٖ এবং আমার আহলে বাইত তার আপন পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র হবে না।”

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হক্কুন নবী, ২/১৭৯, হাদীস- ১৫০৫)

পবিত্র আহলে বাইতের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র আহলে বাইতের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শানে **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ২২, সূরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیْرًا ﴿۳۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ্ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদের পবিত্র করে খুব পরিস্কার করে দেবেন।

অধিকাংশ মুফাস্সীরিনে কিরামের মতে এই আয়াতে মোবারকা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা, হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা যাহরা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ দের শানে নাযিল হয়েছে। ইমাম আহমদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন; এই আয়াত পাঞ্জাতন পাকের শানে নাযিল হয়। পাঞ্জাতন দ্বারা উদ্দেশ্য **হুযুর** নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমা হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৭৯,৮০)

অন্য এক বর্ণনায় এও রয়েছে যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এদের সাথে নিজের অন্য শাহ্জাদা আর নিকটাত্মীয় এবং পবিত্র বিবিদেরও অন্তর্ভূক্ত করেন।

(আস সাওয়ায়েকে মুহরিকা আল বাবুল হাদী আশার, ফসলুল আউয়াল, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

আয়াতে মোবারকার তাফসীরে ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ হে আলে রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলা** চায় যে, আপনাদের নিকট থেকে মন্দ কথা, খারাপ বিষয় সমূহ দূরে রাখবেন এবং আপনাদের গুনাহের ময়লা আবর্জনা থেকে পাক পবিত্র করে দেবেন।

(তারাবানী, পারা- ২২, আহযাব, আয়াত- ৩৩, ১০ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াত আহলে বাইতে কিরামদের ফযীলতের উৎস এবং জানা গেল যে, সকল মন্দ চরিত্র এবং অবস্থা থেকে এদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আহলে বাইত জাহান্নামের জন্য হারাম (অর্থাৎ আহলে বাইতরা জান্নাতি) এবং এটাই সেই পবিত্রকরণের উপকারীতা এবং এটিই পরিণাম। আর যা তাঁদের পবিত্র অবস্থার যোগ্য নয় তা থেকে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতেন। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৮২ পৃষ্ঠা)

আমাদেরও আহলে বাইতে পাকের ভালবাসা স্থায়ী রাখার জন্য, তাঁদের অনুসৃত পথে চলার চেষ্টা করতে হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের সদকায় আমাদেরও গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন এবং বেশি বেশি নেকীর কাজ করে জান্নাতে এই নেক ব্যক্তিদের নৈকট্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পায়ে হায়ে ছুহুফে গুনছে হায় কুদছ,
আহলে বাইতে নবুওয়ত পে লাখো সালাম।
আবে তাতহীর ছে জিছমে পুদে জমে,
ইছ রিয়াযে নাজাবাত পে লাখো সালাম।
খুনে খাইরুর রসূল ছে হে জিনকা খামির,
উনকি বে লোছ তিনাত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাসানাঈনে করীমাঈনের জন্য আলোর ব্যবস্থা হয়ে গেল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আহলে বাইতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীত এবং প্রিয় ছিলেন হাসানাঈনে করীমাঈন তথা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো উভয় শাহ্জাদাকে আপন কাঁধ মোবারকে আরোহন করাতেন। এমনকি নামাযে সিজদা অবস্থায় উভয় পিঠ মোবারকের উপর আরোহন করলে তখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা লম্বা করতেন এবং যখন সিজদা থেকে মাথা মোবারক উঠাতেন তখন তাদেরকে আস্তে আস্তে জমিনে বসাতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; একদা তাজেদারে রিসালাম, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ইশার নামায আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সিজদায় গেলেন তখন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا **হুযুর** পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মোবারকে আরোহন করলেন। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন তাদেরকে নম্রভাবে ধরে জমিনে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বিতীয়বার সিজদায় গেলেন তখন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا দ্বিতীয়বার এমনই করল, এমনকি তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পরিপূর্ণ করলেন এবং তাঁরা উভয়কে আপন রান মোবারকে বসালেন। (মুসনদে আহমদ, আবু হোরাইরা, ৩/৫৯৩, হাদীস- ১০৬৬৪, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৫১৬) এভাবে শৈশবকালে একবার খুতবা চলাকালীন উভয় শাহ্জাদা মসজিদে আগমন করলেন, তখন নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবা বন্ধ রেখে তাঁদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে উঠিয়ে নিজের সামনে বসালেন। (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৯৯)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর ইমাম হাসানের প্রতি বিশেষ মুহাব্বত**

হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়াহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেন: একবার ছরকারে দো'আলম, নূরে মুজাস্সম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে চুমু দিলেন,

তাঁর ঘ্রাণ নিলেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন ঐ সময় তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে এক আনছারী সাহাবী দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর প্রতি এমন মুহাব্বত দেখে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার একটি ছেলে আছে। সে এখন বালেগ হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে কখনো চুমু দিয়নি। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার অন্তর থেকে মুহাব্বত তুলে নেয়, তবে এতে আমার কি করার আছে।"

(আল মুস্তাদরাক, মিন ফাযায়ীলিল হাসান বিন আলী, ১ম খন্ড, ৪র্থ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, আমাদেরও নিজের বাচ্চাদের সাথে স্নেহ ও মমতা সহকারে অবস্থান করা। সকল কাজে তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করা এবং তাদেরকে নিজেদের সাথে খাওয়ানো উচিৎ। কথায় কথায় মারধর করা, তিরস্কার করা, চোখ রাঙ্গানো খুবই ক্ষতির কারণ হতে পারে। এজন্য বাচ্চাদের মনখুশি এবং তাদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণ ও পরিপূর্ণ সুন্দর লালন পালণের চেষ্টো করা উচিৎ। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "তরবিয়্যতী আওলাদ" সংগ্রহ করুন। আপনি জানতে পারবেন যে, সন্তানদের কিভাবে গড়ে তুলতে হবে? একইভাবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রিসালা "আওলাদ কি হুকুক" যেটা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সহজভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এটির অধ্যয়নও উপকারী সাবস্ত হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। আসুন! এখন শুনি, বাচ্চাদের খুশি করার কি ফযীলত। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেন; মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে জান্নাতে একটি ঘর রয়েছে, যাকে "আল ফারহ্" বলা হয়। তাতে ঐ সকল লোক প্রবেশ করবে যারা বাচ্চাদেরকে খুশি করে থাকে।"

(জামে সগীর, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩২১)

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ ওয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক প্রশ্নের জবাবে পিতার উপর সন্তানদের হক সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: পিতা **আল্লাহ্**র এ আমানতের সাথে স্নেহ ও মমতা সহকারে আচরণ করবে। তাদেরকে মুহাব্বত করবে। শরীরের সাথে লাগাবে, কাঁধের উপর আরোহন করাবে। তাদের সাহা, তাদের সাথে খেলা করা, আনন্দ দানকারী কথাবার্তা, তাদের মনখুশি, মনে আনন্দ প্রদান, লালন পালন, সুরক্ষার ব্যাপারে সর্বদা এমনকি নামায ও খুতবায়ও খেয়াল রাখবে, নতুন ফল-ফলাদি তাদেরকে দিবে। কেননা, তারাও তাজা ফল, নতুনকে নতুন জিনিস দেয়া যথাযথ। কখনো কখনো সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে শিরনী ইত্যাদি খাওয়ানো। পরিধানের জন্য, খেলার জন্য জিনিস (যা) শরয়ীভাবে বৈধ দিতে থাকুন। খুশী প্রদানের জন্য মিথ্যা ওয়াদা করবেন না বরং বাচ্চাদের সাথে ঐ ওয়াদা করবেন, যা করার ইচ্ছা রাখবে। বাচ্চা বেশি হলে তবে যে জিনিস দিবেন সবাইকে সমান ও এক রকম দিবেন। এককে অপরের উপর অনর্থক (ধর্মীয়ভাবে মর্যাদা প্রদান ব্যতীত) প্রাধান্য দিবেন না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাসানাঈনে করীমাঈনের প্রতি মুহাব্বতের আরেকটি দিক শুনি: যেমন-

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসানাঈনে করীমাঈনকে ফুক দিতেন:

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সয়্যিদুনা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا কে কলেমাতে তাউয (নিরাপত্তার বাক্য সমূহ) সহকারে ফুক দিতেন। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের সম্মানীত দাদাজান অর্থাৎ হযরত ইসহাক عَلَيْهِ السَّلَام এসব কলেমা (বাক্য) দ্বারা ফুক দিতেন:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ অর্থাৎ আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে সমস্ত শয়তান ও বিষাক্ত জন্তু এবং সকল বদনযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (বুখারী, কিতাবুল আহাদীসুল আম্বিয়া, ২/৪২৯, হাদীস- ৩৩৭১)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: কলেমাতুল্লাহ্ (**আল্লাহ্**র কলেমা সমূহ) দ্বারা উদ্দেশ্য **আল্লাহ্ তাআলা**র সকল নাম)। কেননা, তা সকল অপূর্ণতাও ক্ষতি থেকে পবিত্র। এজন্য সেগুলোকে পরিপূর্ণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ বলা হয়। যেভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী সেভাবে তাঁর নাম মোবারকের মাধ্যমেও আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিৎ। আরো বলেন: জ্বিন ও বদনযরের মাধ্যমেও মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। জ্বিনের প্রভাব কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। (মিরআতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

কুরআন শরীফে রোগ সমূহের আরোগ্য রয়েছে:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঐ হাদীস শরীফ দ্বারা ফুক ইত্যাদির বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নাতিদেরকে ফুক দিতেন। কুরআনুল করীমের আয়াতে মোবারকার মাধ্যমে রোগীদের উপর পাঠ করে ফুক দেওয়া সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেন: যখন রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার বর্গের মধ্যে কেউ অসুস্থ হতো তখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উপর قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس পাঠ করে ফুক দিতেন। (মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাবু রকিয়াতুল মরিয বিল মাওয়াত, ওয়ান নফছ, ১২০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৯২)

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ ওয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বৈধ তাবীজ যা কুরআন শরীফ বা **আল্লাহ্**র নাম সমূহ বা যিকির ও দোয়া সম্বলিত হয়ে থাকে, সে তাবীজ ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই বরং মুস্তহাব। রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন পরিস্থিতিতে ইরশাদ করেছেন যে,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم اَنْ يَّنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন করতে পারে (তবে তাকে) উপকার করা উচিৎ। (মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাবু ইসতিহবাবু রুকাইয়াতু মিনাল আইন..... ১২০৭ পৃষ্ঠা, ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা, ১৬৮ পৃষ্ঠা) অবশ্য শরীয়াত বিরোধী তাবীজ সমূহ এবং শরয়ী বিরুদ্ধ বাক্য সমূহ দ্বারা ফুক দেয়া অবৈধ যেমন- আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তা উদ্দেশ্য যার জন্য ঐ তাবীজ বা আমল করা হয়। যদি শরীয়াত বিরুদ্ধ হয়, অবৈধ হয়ে যাবে। যেমন মহিলারা স্বামীকে বশ করার জন্য তাবীজ করিয়ে থাকে। এটা শরীয়াতের হুকুমের বিপরীত। একইভাবে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া তথা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার জন্য আমল ও তাবীজ (স্বামী, স্ত্রীর) মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করাও হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

মকতুবাত ও তাবীজাতে আত্তারীয়া মজলিশঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান সময়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তারী কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনায় যেখানে অন্যান্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে মকতুবাত ও তাবীজাতে আত্তারীয়া মজলিশও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেটাতে না শুধু মকতুবাতের মাধ্যমে চিন্তাগ্রস্থদের সহানুভূতী করা হয় বরং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত তাবীজাত ও ওয়াজায়েফের মাধ্যমে বিভিন্ন দূর্দশা ও বিনা মূল্যে রোগের চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয়। প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে (১,২৫,০০০) এক লক্ষ পচিশ হাজার রোগীর ৪ লাখের ও বেশি তাবীজ ও ওযীফা প্রদান করা হয়, এই তাবীজ আপনারা "তাবীজাতে আত্তারীয়া" থেকে বিনা মূল্যে খুব সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝপে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মারহাবা! হাসনাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দের প্রতি রহমতে কওনাঈন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কেমন ভালবাসা ও দয়া ছিল। হাসানাঈনে করীমাঈনের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি পূর্ণ কথা শুনুন এবং ঈমান তাজা করুন। যেমন- আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ লিখেন:

মাদুম না থা ছায়াহে শাহে ছাকলাঈন,
উছ নূর কি জালওয়া গাহ্ থে জাতে হাসানাঈন।
তামছিল নে উছ ছায়া কে দো হিচ্ছে কি,
আধে ছে হাসান বনি হে আধে ছে হোসাইন।

চার লাইনের ব্যাখ্যাঃ

এমনিতে তো সুলতানে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক ছায়া সূর্যের কিরণ ও চাঁদের আলোর মাধ্যমে জমিনে পড়েনি। কিন্তু যখন তাঁর ছায়ার সমূদ্র হাসানাঈনে করীমাঈনের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দের উপর পড়ল তো বক্ষ পর্যন্ত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্য হয়ে গেল এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বক্ষ থেকে পা পর্যন্ত সাদৃশ্য হয়ে গেল।

কসীদায়ে নূরের মধ্যে সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ লিখেন:

এক সীনা থক মুশাবা এক ওয়াহা ছে পায়ো থক,
হুসনে সবতিন উনকি জামো মে হে নিমা নূর কা।
ছাফ শেকলে পাক হে দুনো কে মিলনে ছে ইয়া,
খতে তাওয়াম মে লিখা হে ইয়ে দো ওয়ারকা নূর কা।

স্মরণ রাখবেন! সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর পংক্তি সমূহ কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের আলোকে এবং বুযুর্গদের বাণী ও স্থান অনুযায়ী। আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দের প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সাদৃশ্যটা এমনিতে লিখে দেননি। বরং তিরমিযী শরীফের মধ্যে রয়েছে।

সায়্যিদুল আউলিয়া, মাওলা মুশকিল কুশা, শেরে খোদা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বক্ষ ও মাথার মধ্যভাগ মাহবুবে রহমান صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খুবই সদৃশ ছিল এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বক্ষ থেকে নিচ অংশ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খুবই সদৃশ্য ছিল।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: স্মরণ রাখবেন! হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا মাথা থেকে পা পর্যন্ত অবিকল মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদৃশ্য ছিলেন এবং তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পুত্রগণ অর্থাৎ হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্যতা বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। হযরত ইমাম হোসাইনের পায়ের গোচা থেকে গোড়ালী পর্যন্ত সম্পূর্ণ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ ছিল। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কুদরতী সাদৃশ্যটাও **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামত এবং যে আমলটি হুযুরের সাথে সাদৃশ্য হয় তো তার ক্ষমা হয়ে যায়, তবে যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর মাহবুবের সাথে সাদৃশ্য করেছেন। তাহলে তার প্রতি ভালবাসার কি অবস্থা হবে। **(মিরআত, ৮ম খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিজের আহলে বাইত ও প্রিয় দৌহিত্রদের প্রতি অসম্ভব ভালবাসা প্রদর্শন দেখলেন তো তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্বন্ধের কারণে সাহাবীরাও তাদেরকে অসম্ভব ভালবাসা ও মমতা প্রদর্শন করতে এবং তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইন্তেকালের পরেও তারা তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গ বিশেষ করে হাসানাঈনে করীমাঈনদের খুব বেশি দেখাশুনা করতেন।

ইমাম হাসানের প্রতি সিদ্দিকে আকবরের ভালবাসা:

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন আমীরুল মু'মিনীন ও খলিফাতুল মুসলীমিনের সিংহাসনের আসনে আসীন হলেন। তখন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্পর্কের কারণে তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্র আহলে বাইতগণের খুবই দেখাশুনা করতেন এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বলতেন: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয় স্বজন আমার কাছে আমার আত্মীয়স্বজনের চেয়ে অধিক প্রিয়।

(বুখারী, কিতাবুল মগজী, বাব হাদীস বনি নদ্বীর, ৩য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৩৬)

বাগে জান্নাত কি হে বেহরে মদাহ্ খাওয়ানে আহলে বাইত,
তুম কো মুছরদাহ নার কা এ দুশমনানে আহলে বাইত। (যওকে নাত)

ইমাম হোসাইনের প্রতি ফারুকে আযমের অকৃত্রিম ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি একদিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরে গেলাম, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে আলাদা ভাবে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ছেলে আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে ফিরে আসতে লাগল, তখন তার সাথে আমিও ফিরে আসতে লাগলাম। পরে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি বললাম: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার নিকট এসে ছিলাম। কিন্তু আপনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে আরোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। (আমি ভেবেছিলাম যখন ছেলের ভিতরে যাবার অনুমতি নেই সেখানে আমার কিভাবে?) এই কারণে আমিও তার সাথে ফিরে এসেছি। তখন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: হে আমার পুত্র হোসাইন! আমার সন্তানের চেয়ে অধিক হকদার এই কথার উপর যে আপনি ভিতরে চলে আসবেন। আর আমাদের মাথায় যে চুল রয়েছে **আল্লাহ্ তাআলা** পরে কারা উৎপন্ন করেছি আপনাদের সদকায় তো সব কিছু উৎপন্ন হয়। **(তারিখ ইবনে আসাকির, ১৪তম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)**

ইমাম হাসানের প্রতি শেরে খোদার ভালবাসাঃ

হযরত সায়্যিদুনা আসবাগ বিন নুবাতা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর সেবায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে সেবার জন্য গেলাম। হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে বললেন: হে রাসূলের নাতি! আপনার অবস্থা কেমন? উত্তর দিলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ভাল আছি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি **আল্লাহ্ তাআলা** চান তো ভাল হয়ে যাবেন। তার পর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমাকে হেলান দিয়ে বসান। হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে বুকে ঠেস লাগিয়ে বসিয়ে দিলেন। তারপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: একদিন আমাকে নানাজান, রহমতে আলামীয়ান صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে আমার পুত্র! জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে, যাকে شَجَرَۃُ الْبَلْوٰی বলা হয়। পরীক্ষায় নিমজ্জীত লোকদের কিয়ামতের দিন ঐ বৃক্ষের নিচে একত্রিত করা হবে। ঐ সময় তখন না মীযান রাখা হবে না আমল নামা খোলা হবে। তাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিদান দেওয়া হবে।" তার পর ছরকারে দো'আলম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেন:

اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ধৈর্যশীলদেরকেই তারেদ প্রতিদান পরিপূর্ণ ভাবে দেওয়া হবে অগণিত ভাবে। (পারা- ২৩, যুমর, আয়াত- ১০)

(কিতাবুদ দোয়া লিত তাবারানী, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাহ্জাদার প্রতি ভালবাসা জানা হল। তেমনিভাবে ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বর্ণিত ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে এটাও জানা গেল যে দুশ্চিন্তা। মুসীবত ও পরীক্ষার উপর ধৈর্যধারণকারী কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিদান দেওয়া হবে।

স্মরণ রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা**র কাজে হাজারো হিকমত লুকায়িত থাকে। যেটা আমরা বুঝতে পারি না। এই কারণে প্রত্যেকের সামনে নিজের পেরেসানি, নিঃস্বতার কান্নাকাটি, নিজের দুঃখ ও অভাবের কারণে **আল্লাহ্**র পানাহ! রব **তাআলা**র জাতের প্রতি অভিযোগ করে নিজের মুখ থেকে কুফরী বাক্য বের করা ব্যতীত ঐ সব পরীক্ষার কষ্টকে সামনে রেখে ধৈর্য ধারণ করা উচিৎ। কেননা, এই মুসীবত ও বিপদ সমূহ গুনাহের কাফ্ফারা ও মর্যাদা উন্নীত হওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কিয়ামতের দিন রোগী ও মুসীবত গ্রস্থদেরকে সাওয়াব প্রদান করা হবে, তখন সুস্থ লোকেরা প্রত্যাশা করবে, হায়! দুনিয়ার মধ্যে আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪১০)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের শব্দ; "হায়! দুনিয়াতে আমাদের চামড়া কাঁচিতে কেটে যেত" এই ব্যাপারে বলেন: অর্থাৎ প্রত্যাশা ও আখাঙ্ক্ষা করবে যে, আমাদের উপরও দুনিয়ায় এই ধরণের রোগ এসে যেত, তাবে আমরাও ঐ সাওয়াব আজ পেতাম। যা অন্য রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি পাচ্ছে। (মিরআত, ২য় খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

কাফেরদের প্রফুল্ল্য জীবনের হিকমত:

অনেক সময় মুসলমান নিজের রিক্তহস্ততা ও কাফেরদের আরাম আয়েশ ও প্রফুল্ল্য জীবন দেখে কুমন্ত্রণার স্বীকার হয়ে যায় এবং তার মনে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। অথচ এতে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনেক বড় হেকমত গোপন রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: এক নবী (عَلَيْهِ السَّلَام) **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! মু'মিন বান্দা তোমার অনুসরণ করে এবং তোমার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে। আর কাফের তোমার অনুসরণ করে না, বরং তোমার নাফরমানির উপর সাহস করে থাকে। কিন্তু তাকে মুসীবত থেকে দূরে রাখ এবং তার জন্য দুনিয়াকে প্রশস্থ করে দাও। (এতে কি হিকমত রয়েছে) **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর উপর ওহী অবতরণ করলেন: বান্দাও আমার, আর মুসীবতও আমার ইচ্ছাধীন এবং সকলে আমার প্রশংসার সাথে আমার তাসবীহ করে থাকেন।

মু'মিনীনের দায়িত্বে যে গুনাহ রয়েছে তা আমি দুনিয়াতে দূরীভূত করে তাকে পরীক্ষায় পতিত করি। আর এই পরীক্ষা ও মুসীবত তার গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি সে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমি তাকে নেকীর পুরস্কার দেব আর কাফেরের দুনিয়াবী ভাবে কিছু নেকী হয়ে থাকে, তবে আমি তার জন্য রিযিক প্রশস্থ ও মুসীবতকে দূরে রাখি, আর এই ভাবে আমি তার নেকীর পুরস্কার দুনিয়াতে দিয়ে দিই। এমনকি সে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার গুনাহের কারণে তাকে শাস্তি দিব।

আমরা মুসলমান হওয়ার দাবিতে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতিটি কাজকে হেকমত পূর্ণ মনে করা উচিৎ এবং মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব ও প্রতিদানের ভান্ডার করা উচিৎ। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এব ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার অভ্যস্ত করুন।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাসানাঈনে করীমাঈনগণের একে অপরের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন মুসলমানের জন্য এই ব্যাপারটি জায়েয নেই যে সে তার নিজের ভাইয়ের সাথে তিনদিন ও তিনরাতের চেয়ে বেশি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। এদের মধ্যে যে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসবে, সে জান্নাতে যাওয়ার সময় অগ্রগামী হবে। হযরত আবু হোরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমার নিকট এই কথা পৌঁছেছে যে হযরত হাসানাঈনে করীমাঈগণ একে অপরের সামান্য মন মালিন্য হয়ে গেছে। আমি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: লোকেরা আপনাদের অনুসরণ করে, আর আপনারা একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। আপনি এখনি ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কাছে যাবেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন। কেননা, আপনি তাঁর ছোট, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন:

যদি আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এটা ইরশাদ করতে না শুনতান যে, "যখন দুই ব্যক্তির মাঝে যখন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা প্রথমে শুরু করবে সে প্রথমে জান্নাতে যাবে।" আমি সাক্ষাৎ করার জন্য অবশ্যই প্রথমে যেতাম কিন্তু আমি এই কথাকে পছন্দ করব না যে, তাঁর আগে আমি জান্নাতে চলে যাবো।

হযরত আবু হোরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: এর পরে আমি হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর দরবারে উপস্থিত হই, আর তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালাম। ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: ইমাম হোসাইন যে কথাই বলেছে, তাই সঠিক তারপর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, আর এ ভাবেই দুই ভাই আপোষ করে নিলেন।

(যখায়েরিল ওবাবা, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

সম্পর্ক ছিন্নকারীর উপস্থিতিতে রহমত বর্ষন হয় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নেই যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনদিন তিনরাতের চেয়ে বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা। কিন্তু আফসোস! আজকাল সামান্য কথাতেই লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং একে অপরের চেহারা দেখতেও চাই না। সামান্য মনোকষ্টে বংশ আলাদা হয়ে যায়। অনেক সময় রক্তের সম্পর্কের মধ্যে হত্যা, লুটপাট, মারামারিতে নেমে পড়ে। এটা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকা এবং ইলমে দ্বীনের অভাবের কারণে হয়ে থাকে। এই কারণে আমাদের উচিৎ মাদানী কাফেলায় সফর করে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করে ইলমে দ্বীন অর্জন করা যেন অজ্ঞতার কারণে যে সমস্ত গুনাহ হয়ে থাকে, তা থেকে বাঁচতে পারি।

সম্পর্ক ছিন্নকারী ক্ষমা থেকে বঞ্চিত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "সোম ও বৃহস্পতিবার **আল্লাহ্ তাআলার** সামনে লোকদের আমল পেশ করা হয়। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** পরস্পর শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ছাড়া বাকী সবাইকে ক্ষমা করে দেন।"

(মুজামুল কবির লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৯)

হযরত সায়্যিদুনা আমশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একবার সকালে মজলিশে তাশরীফ আনলেন, তিনি বললেন: আমি সম্পর্ক ছিন্নকারীকে **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ দিচ্ছি! সে যেন এখান থেকে উঠে যায়। কেননা, আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করব। আর সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য আসমানের দরজা বন্ধ থাকে এবং সে যদি এখানে অবস্থান করে, তাহলে রহমত বর্ষণ হবে না আর আমাদের দোয়া কবুল হবে না। (আল মুজামুল কবির, ৯ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৭৯৩)

অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের সাথে আপোষ করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা সামান্য কথাতেই নিজের বোন, কন্যা, ফুফী, খালু, মামা, চাচা, ভাতিজী, ভগ্নীপতি ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বর্ণিত হাদীসে পাকের মধ্যে শিক্ষাই শিক্ষা। আমার মাদানী অনুরোধ যদি আমাদের মধ্যে যে কারো আত্মীয়-স্বজন অসন্তুষ্ট থাকে, যদিও তার অপরাধ থাকে সংশোধনের জন্য আপনি নিজেই আগে করুন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে হাসিমুখে তার সাথে সাক্ষাৎ করে সংশোধন করে নিন। যদি ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমে করতে হয়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমেই করা উচিত, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উন্নীত হবেন। **হুযুর** পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য বিণয় অবলম্বন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।" (শুয়াবুল ঈমান)

সব সময় আত্মীয়-স্বজনদেরকে আপোষে রাখুন, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করুন। কেননা, এতে উপকারই উপকার হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইছ ছমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মধ্যে ১০টি উপকার রয়েছে: * **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন হয়, * লোকদের খুশির কারণ হয়, * ফেরেস্তারা খুশি হন, * মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা হয়, * শয়তান এতে কষ্ট পায়, * হায়াত বৃদ্ধি হয়, * রিযিকে বরকত হয়, * মৃত বাবা-মা খুশি হন, * একে অপরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হয়, * মৃত্যুর পর তার সাওয়াবের মধ্যে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। কেননা, লোকেরা তার হকের মধ্যে দোয়া করে থাকেন।

(তাম্বীহুল গাফেলীন, ৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ঘর ও সমাজকে নিরাপত্তার বাগানে পরিণত করতে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন এমনকি মাদানী ইনআমাত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করুন। আর আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ফযীলত সম্পর্কে জানতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "নেকীর দাওয়াত" ১৫৬ পৃষ্ঠা থেকে ১৬১ পৃষ্ঠা, রিসালা "তৎক্ষণাৎ ফুফীর সাথে মীমাংশা করে নিলেন" এবং "ইহতিরামে মুসলীম" অধ্যয়ন করে নিন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকেও এই কিতাব ও রিসালা পড়তে পারবেন। ডাউনলোড ও প্রিন্ট-আউটও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানে সারাংশঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা হযরত হাসানাঈনে করীমাঈনের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের জীবন কর্ম শুনার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। আমাদের আক্বা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ দুই শাহ্জাদাকে অকৃত্রিম ভালবাসতেন। কখনো নিজের মোবারক কাঁধে বসাতেন, আবার কখনো তাঁদেরকে বুকে লাগাতেন, কপালে চুমু দিতেন এবং তাঁদেরকে ফুলের মত ঘ্রান নিতেন। স্মরণ রাখবেন! এতে আমাদের জন্য এই শিক্ষাই রয়েছে যে, আমরাও যেন হাসাঈনে করীমাঈনদের খুব বেশি ভালবাসি এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করি। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও কৃতকার্যতা পায়ে লুঠায়ে পরবে। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকী করাতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করতে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে বড় ছোট সবাই অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে এক মাদানী কাজ হল নিজের আমলের হিসাব করার জন্য মাদানী ইনআমাতের আমল করা। আমাদের বুযুর্গানে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ও শুধুই যে নিজে আখিরাতের চিন্তা করে আমলের হিসাব করতেন তাই নয় বরং লোকদেরকে এর প্রতি স্মরণ করিয়ে দিতেন। যেমনিভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: হে লোকেরা! নিজের আমলের হিসাব করে নাও, যদি তার আগে কিয়ামত এসে যায়, তাহলে তোমাদের থেকে এই ব্যাপারে হিসাব নেওয়া হবে।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আখিরাতের চিন্তার মন মানসিকতার জন্য নেকী করতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতির উপর সম্পৃক্ত প্রশ্নোউত্তর পদ্ধতি মাদানী ইনআমত প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, স্কুল, কলেজ, জামেয়ার ছাত্রদের জন্য ৯২টি, ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি এবং মাদ্রাসাতুল মদীনার মাদানী মুন্নাদের জন্য ৪০টি মাদানী ইনআমাত রয়েছে। এইভাবে (বিশেষ ইসলামী ভাই) বোবা, বধির, অন্ধ ইসলামী ভাইদের এবং বন্ধিদের জন্য মাদানী ইনআমাত প্রদান করা হয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা ভালভাবে অধ্যয়ন করার পর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এটা হিসাব নিকাসের একটি সুশৃংখল মাধ্যম। যেটাকে নিজের করে নেওয়ার পর নেককার হওয়ার ক্ষেত্রে যত প্রতিবন্ধকতা থাকে তা **আল্লাহ্** তাআরা দয়ায় ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায় এবং এর বরকতে ধারাবাহিক ভাবে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন মানসিকতা তৈরী হয়। আসুন! মাদানী ইনআমাতের এবং মাদানী বাহার শুনে নিই:

মাদানী ইনআমাত রিসালার বরকত

নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ; এলাকার মসজিদে ইমাম সাহেব যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীতে সম্পৃক্ত, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার বড় ভাইজানকে মাদানী ইনআমাতের একটি রিসালা তোহফা দিলেন। তিনি সেটা ঘরে নিয়ে আসলেন এবং পড়লেন, আর আশ্চার্যে হয়ে গেলেন, এই সামান্য রিসালায় একজন মুসলমানকে ইসলামী জীবন অতিবাহিত করতে এত সুউচ্চ ফরমুলা দিয়ে দিয়েছেন। মাদানী ইনআমাতের রিসালা পাওয়ার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তার নামাযের প্রতি উৎসাহ জাগল এবং নামায জামায়াত সহকারে আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে গেলেন। আর এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেলেন। দাঁড়ী মোবারকও সাজিয়ে নিলেন এবং মাদানী ইনআমাতের রিসালাও পূরণ করেন।

মাদানী ইনআমাত কে আমিল পে হারদম হার গড়ী,
ইয়া ইলাহী! খুব বরছা রহমতো কে তো ঝড়ী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহরে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে আংটি পরিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শুনি:

আংটি পরিধানের মাদানী ফুলঃ

❁ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। ❁ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম। যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহ্গার হবে। ❁ লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭৯২) ❁ পুরুষদের জন্য সেরূপ আংটিই জায়েয যেগুলো (লেডিস ষ্টাইলের নয়) জেন্টস ষ্টাইলের। অর্থাৎ তা হবে কেবল এক পাথর বিশিষ্ট। আর যদি তাতে একের অধিক (কয়েকটি) পাথর থাকে, তাহলে তা রূপার হয়ে থাকলেও পুরুষদের জন্য নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়েয। কেননা, এটি কোন আংটি নয়, বরং রিংই। ❁ হুরূফে মুকাত্তাআত-খুদিত (পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভিক বিচ্ছিন্ন বর্ণ-খুদিত) আংটি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু হুরূফে মাকাত্তাআত-খুদিত আংটি অযুবিহীন অবস্থায় পরিধান করা, স্পর্শ করা অথবা মুসাফাহাকালে হাত মিলানো ব্যক্তিটির এই আংটিখানা অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ হয়ে যাওয়া জায়েয নেই। ❁ অনুরূপ পুরুষদের জন্য একাধিক (জায়েয) আংটি পরিধান করা কিংবা (একাধিক) রিং পরিধান করা নাজায়েয। ❁ এক পাথর বিশিষ্ট রূপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা বা ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম হতে কম ওজনের হয়ে থাকে তাহলে সেটি পরিধান করা জায়েয। যদিও তা মোহরের প্রয়োজনে না হয়ে থাকে। কিন্তু তা পরিহার করা (অর্থাৎ যার ষ্টাম্পের প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে জায়েয আংটিও পরিধান না করাই) উত্তম। আর (যাকে আংটি দিয়ে ছাপ দিতে হয় অর্থাৎ আংটিকে মোহর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তার পক্ষে) মোহরের প্রয়োজনে কেবল জায়েযই নয় বরং সুন্নাত। অবশ্য অহংকার প্রদর্শনের জন্য কিংবা মেয়েদের মত টিপ-টাপ ষ্টাইলের অথবা অন্য কোন ঘৃনিত উদ্দেশ্যে একটি আংটিই বা কেন, এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে তো স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করাও নাজায়েয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা) ❁ দুই ঈদে আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯, ৭৮০ পৃষ্ঠা) ❁ আংটি পরিধান করা কেবল তাদের জন্যই সুন্নাত, যাদের মোহর করার প্রয়োজন রয়েছে (অর্থাৎ ষ্টাম্প হিসাবে ব্যবহার করার)।

যেমন; সুলতান, কাজী, আলিম-ওলামা যাঁরা ফতোয়ায় মোহর ব্যবহার করেন। এরা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য যাদের মোহরের প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য সুন্নাত নয়। অবশ্য পরিধান করা জায়েয। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) ❁ মান্নতের কিংবা ফুঁক দেওয়া ধাতুর **(METAL)** তৈরি চেইন পুরুষের পক্ষে পরিধান করা নাজায়েয ও গুনাহ্। অনুরূপ ভাবে মদীনা মুনাওয়ারা কিংবা আজমীর শরীফের রূপার অথবা অন্য যেকোন ধাতুর রিং এবং ষ্টাইল করে তৈরি করা আংটি পরাও জায়েয নেই। ❁ যদি কোন ইসলামী ভাই ধাতুর তৈরি চেইন, রিং, নাজায়েয আংটি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে শরীয়াত মতে আবশ্যক যে, তা এক্ষুণি ফেলে দিয়ে তাওবা করে নিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল আ-য়ে সুন্নাত কে ফুল
দেনে লেনে চলে কাফিলেমে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)